সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা,সউবাক:

উদ্যোগী কর্মকর্তার নাম: মেহেদী হাসান

পদবী- উপজেলা নির্বাচন অফিসার

কর্মস্থল: শরীয়তপুর সদর।

১. গর্ভনেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification)

(সমস্যার কারণ ও ফলাফল উল্লেখ করুন)

সমস্যা:

১.Unique বা একক আইডি না থাকা

২. জন্ম সনদের অপব্যবহার

৩. এন আই ডি সম্পর্কে অসচেতনতা

৪. পাসপোর্ট এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারা

৫. জাতীয় পরিচয়(NID),পাসপোর্ট (PP),জন্ম সনদ (BC) ও Driving Licence এ তথ্যের ব্যাপক গড়মিল থাকা

৬.সমন্বিত কোন সেবা না থাকা।

ফলাফল:

১. সঠিক সময় সঠিক তথ্য দিয়ে এন আই ডি না করা

২. জাতীয় পরিচয়(NID),পাসপোর্ট (PP),জন্ম সনদ (BC) ও Driving Licence ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়ে সেবা নেয়া

৩. ভোটার না হওয়া

৪. পরিচয় গোপন করা

৫. এক জনের পরিচয় অন্যজন ধারণ করা

৬. সেবা কঠিন হওয়া

৭. দুর্নীতির কারনে কোটি কোটি টাকার অপচয় হওয়া

২. সংস্কার উদ্যেগের বর্ণনা (Wayout & Result)

(পাইলটিং বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা সমাধানের উপায় ও ফলাফল উল্লেখ করুন)

*শিশুর জন্মের প্রথম টিকা সম্পন্ন হওয়ার পর দ্বিতীয় টিকার আগে শিশুর টিকা কার্ড(অনলাইন টিকা কার্ড), পিতা-মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র(nid card) সহ পিতা-মাতা শিশুকে নিয়ে নির্বাচন অফিসে আসবে/যাবে। তখন শিশুর টিকা কার্ড, পিতা-মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র(Nid card) অনুসারে তার(শিশুর) যাবতীয় তথ্য দিয়ে আইরিশ ও ফিঙ্গার ছাড়া শিশুর জন্য তাৎক্ষনিক নির্বাচন কমিশন জাতীয় পরিচয়পত্রের(NID) ব্যবস্থা করবে। এরপর স্বয়ংক্রিয় ভাবে ১৬ বছরে একটা(প্রথম) এবং ১৭ বছরে আর একটা(দ্বিতীয়) এসএমএস নির্বাচন কমিশন থেকে নতুন করে ছবি, আইরিশ ও ফিঙ্গার দেয়া সহ অন্যান্য তথ্য আপডেট করার জন্য ব্যক্তির(শিশুর পিতা-মাতার) মোবাইলে পাঠাবে। এরপর ব্যক্তির ১৮ বছর পূর্ণ হলে নির্বাচন কমিশন থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ভোটার নম্বর দেয়া হবে। এত করে ব্যক্তি ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা, স্কুলে ভর্তি,, পাসপোর্ট সেবাসহ অন্যান্য সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

*সুবিধাসমূহ:-

১। জন্ম সনদের প্রয়োজন হবে না
২। নতুন করে ভোটার হতে হবে না
৩। সহজে পাসপোর্ট পাওয়া যাবে
৪। রোহিঙ্গারা NID বা পাসপোর্ট গ্রহণ করতে পারবেনা
৫। বাবা-মায়ের পরিচয় বা জন্ম পরিচয় নিয়ে কোন সমস্যা হবে না
৬। জনগন হয়রানি মুক্তভাবে ওয়ানস্টোপ সেবা পাবে
৭। ঘুষ ও দালাল ব্যতীত সহজে যাবতীয় সেবা পাবে।
৮। অনেক দেওয়ানি ও ফৌজদারি অপরাধ কমে আসবে।
৯। জনগণ ও সরকারের সময় এবং প্রতি বছর কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।
১০। সহজেই বাল্যবিবাহ রোধ করা যাবে।

৩. সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান-

ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম: Creating Enabling Environment for integrating common services for local people: piloting in shariatpur pourasava.

খ) বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান: উপজেলা নির্বাচন অফিস, শরীয়তপুর সদর

গ) পাইলটিং এর স্থান: শরীয়তপুর পৌরসভা

ঘ) পাইলটিং বিবেচনায় যৌক্তিকতা:

১. প্রবাসী অধ্যুষিত হওয়া

২. অবৈধ্য সুবিধা নেওয়ার জন্য বারংবার তথ্য পরিবর্তন করা

৩.তথ্য গোপন করা

৪. দুর্নীতি পরায়ন হওয়া

(ঙ) পাইলটিং শুরু এবং সমাপ্ত: শুরু- ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৫ শেষ:- ৩০ নভেম্বর ২০২৫

(চ) পাইলটিং এর ফলে কতজনের কী উপকার হবে এবং কী পরিমান অর্থের সাশ্রয় হবে?

১. নতুন করে ৭১৪ জন এনআইডি সেবা পাবে

২. জন্ম সনদ খরচ বাচবে ১০,৭১,০০০/-(দশ লক্ষ একাত্তর হাজার) টাকা-

৩.সংশোধন খরচ বাচবে ১০,০০,০০০/(দশ লক্ষ) টাকা, যদি ১০০টি এনআইডি সংশোধনের জন্য আবেদন করে প্রতি আবেদন ১০০০০/-(দশ হাজার) করে

৪. পাসপোর্ট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংশোধন খরচ কম হবে ১০,৫০,০০০/-(দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা,যদি ৭০ জন সংশোধনের জন্য আবেদন করে প্রতি আবেদন ১৫০০০/-(পনের হাজা) টাকা করে

৫. সময় বাচবে ৪২৮৪ কর্ম ঘন্টা। যা টাকায় প্রকাশ করলে দাড়াবে ৪২৮৪০০/-(চার লক্ষ আটাষ হাজার চারশত) টকা, প্রতি ঘন্টা গড় আয় ১০০/- (একশত) টাকা ধরে

মোট খরচ কম হবে= ১০৭১০০০+১০০০০০০+১০৫০০০০+৪২৮৪০০০=২৬৪৯০০০/-(ছাব্বিশ লক্ষ উনপঞ্চশ হাজার) টাকা

৪. পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কী ভাবে কাজে লাগানো যাবে?

১. সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তারা শিশুর জন্মের পরপরেই দ্রুত ইপিআই(EPI) এর প্রথম টীকা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন

২. পৌরপ্রশাসক নতুন জন্ম নেয়া সকল শিশু যেন দ্রুত টিকার আওতায় আসে তা নিশ্চিত করবেন

৫. পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধরনরে রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে?

১. পৌর স্বাস্থ্য কর্মীগণ প্রথম টিকা দেয়ার সাথে সাথে শিশুর নাম, জন্ম তারিখ, পিতা-মাতার এনআইডি অনুসারে পিতা ও মাতার নাম ব্যবহার করে অনলাইনে টিকা কার্ড ইস্যু করবেন

২. সিভিল সার্জন টিকা কার্ড অনুমোদন করবেন

৩. উপজেলা নির্বাচন অফিস শিশুর টিকা কার্ড, পিতা-মাতার এনআইডির তথ্য অনুসারে জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদান করবেন

৬. সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম;-

ক্রমিক	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	সময়	সমন্বয়
১	ইপিআই এর প্রথম টিকা নিশ্চিত করন	পৌর স্বাস্থ্যকর্মীগণ, শরীয়তপুর সদর	শিশুর জন্মের ১০ দিনের মধ্যে	জেলা সিভিল সার্জন
২	অনলাইন টিকা কার্ড ইস্যু করন	পৌর প্রশাসক, শরীয়তপুর পৌরসভা।	প্রথম টিকার একই সাথে	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং জেলা সিভিল সার্জন
৩	জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যু করন	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, শরীয়তপুর সদর	দ্বিতীয় টিকা গ্রহনের পূর্বে যে কোন দিন	জেলা নির্বাচন অফিসার শরীয়তপুর
৪	ভোটার তালিকায় নাম অর্ন্তভুক্তি করন	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, শরীয়তপুর সদর	আঠার বছর হওয়ার পর	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৫	প্রচার-প্রচারণা	জেলা প্রেস ক্লাব, শরীয়তপুর	প্রকল্প শুরু হতে	উপজেলা নির্বাচন অফিসার

৭. পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

১. মাননীয় নির্বাচন কমিশনে নেতৃত্বে প্রকল্পটি তদারকি করা

২. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়মিত অডিট করবেন

৩. জেলা নির্বাচন অফিসার সরাসরি উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কাজ তদারকি করবেন

৪. নির্দিষ্ট সময় পর আইন করে প্রকল্পটি নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাজস্ব খাতে ন্যাস্ত করন।